দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 1 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ কলাম ... ৪ ...

কারিগরি শিক্ষা প্রকল্পে অর্থ বাণিজ্য বন্ধ করুন

দেশের কারিগরি শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম একটি প্রকল্প "বিদ্যমান ২০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের আধুনিকীকরণ ও ১৮টি নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন (সংশোধিত) শীর্ষক" প্রকল্প। এই প্রকল্পটি জুন ২০০৮-এ শেষ হওয়ার পর দীর্ঘ সাত মাস যাবৎ বেতনভাতা বন্ধ থাকায় অবশেষে তিন মাসের বেতনভাতা প্রাপ্তির বিষয় নিশ্চিত হয়েছে। বেতনভাতা বন্ধ থাকাকালীন সময়ে দৈনিক ইত্তেফাকসহ পত্র-পত্রিকার বিভিন্ন রিপোর্ট ও লেখা কার্যকরী ভূমিকা পালন করলেও বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের উচ্চপদস্থ কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের ভূমিকা বিগত সাত মাসে লক্ষ্য করা যায়নি। দীর্ঘ সাত মাস পর গতানুগতিক নিয়মে থোক বরাদ্দ থেকে তিন মাসের বেতনভাতা প্রাপ্তির বিষয় নিশ্চিত হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের কতিপয় শিক্ষক ও সংগঠনের ব্যক্তিগণ তাদের প্রচেষ্টার ফসল হিসাবে এই প্রাপ্তি দাবি করে অর্থ বাণিজ্য শুরু করেছেন। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী তিন মাসের অর্থ ছাড় করাতে অর্থ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে টাকা দিতে হয়েছে। কতিপয় ব্যক্তিবর্গ সংগঠনের নামে নেতা সেজে বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট টাকা তুলে প্রেরণের তাগিদ ইতোমধ্যে দিয়েছেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের নাম ভাঙ্গিয়ে তারা অর্থ বাণিজ্য ও চাঁদাবাজি শুরু করে দিয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় আগামীদিনে এই প্রকল্পের জনবলের বেতনভাতা স্কেলভিত্তিক ও চাকরি রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের নামে মোটা অঙ্কের টাকা লাগবে বলেও গুঞ্জন তোলা হচ্ছে। দেশের কারিগরি শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম এই প্রকল্পটি নিয়ে টেকনিক্যাল স্কুল এণ্ড কলেজ প্রকল্পের মতো অর্থ বাণিজ্য ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এই অর্থ বাণিজ্য ঐ প্রকল্প থেকে অর্থ আত্মসাৎ করে এই প্রকল্পে আসা ব্যক্তিদের দ্বারাই বেশি হচ্ছে। এদের চিহ্নিত করে এখনই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। পাশাপাশি বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে প্রকল্পের অধীন কর্মরত সকল জনবলকে এই বিষয়ে সজাগ থাকার ও অর্থ বাণিজ্য প্রতিহত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। এই ধরনের অর্থ বাণিজ্য শুরু থেকে রোধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তরসহ দুর্নীতি দমন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তছলিমউদ্দিন চৌধুরী
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর, ফুড টেকনোলজি
গোপালগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, গোপালগঞ্জ